সংবাদ

তারিখ 13 AUG 2008
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

# আনন্দ স্কুল : বঞ্চিত শিশুদের আনন্দময় পাঠশালা

চৌধুরী ভাস্কর হোম/অসীম পাল শ্যামল

স্বাভাবিকভাবেই দেখা যায়, পাহাড়ি-আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষেরা থাকে শিক্ষা-দীক্ষার বাইরে। এদের শিশুরাও এ কারণে থাকে শিক্ষাবঞ্চিত। এইসব শিশুদের নিয়ে গড়ে উঠেছে আনন্দ স্কুল। এই দুর্গম অঞ্চলে আনন্দ স্কুল শিক্ষাবঞ্চিত আদিবাসী গোষ্ঠীর শিশুদের হাতে তুলে দিয়েছে আলোকবর্তিকা। যার বিচ্ছুরণে তারা খুঁজে পাবে জীবনের স্বরলিপি।

আদিবাসী ও পাহাড়ি জনবসতি সীমান্ত বর্তী প্রত্যন্ত এলাকার শিক্ষাবঞ্চিত ও অবহেলিত শিশুরা এখন দলবেঁধে স্কুলে যাচ্ছে। এ পর্যন্ত প্রায় ১৫ হাজার ঝরেপড়া শিশুরা স্কুলগামী হয়েছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় রিচিং আউট অফ স্কুল চিলড্রেন (রস্ক) প্রকল্পের সহায়তায় মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ উপজেলার ৪৯৭টি স্কুল বা শিখন কেন্দ্র রয়েছে। ২০০৫ সাল থেকে শুরু হওয়া এসব শিখন কেন্দ্রগুলো আনন্দ স্কুল নামেই পরিচিত। স্কুল পরিচালনাকারী এ সংস্থাকে (শিক্ষা সেবা প্রদায়ন সংস্থা) ইএসপি বলা হয়। কমলগঞ্জে এ ধরনের ৯টি ইএসপি সংস্থা রয়েছে। এসব আনন্দ স্কুলগুলোই শিশুদের স্কুলগামী করেছে। যারা কোনদিন ভাবতেও পারেনি স্কুলে যাবে, তাদের চোখে এখন আগামী দিনের সোনালি স্বপ্ন। স্কুল থেকে বাদ পড়া, স্কুলে একেবারেই যায়নি এ রকম সুবিধাবঞ্চিত ও ঝরেপড়া ছেলেমেয়েরাই আনন্দ স্কুলের শিক্ষার্থী। সরজমিনে এসব এলাকা পরিদর্শন করে দেখা যায়, পাহাড়ি জনপদ ও আদিবাসী অধ্যুষিত সীমান্তবর্তী এলাকার স্কুল থেকে ঝরেপড়া এসব শিশুরা অসম্ভব আগ্রহ নিয়েই এখন প্রতিদিন স্কুলে আসছে। তারা স্কুলে লেখাপড়ার পাশাপাশি নাচ-গান, আবৃত্তি-অভিনয় ও ছবি আঁকছে। লেখাপড়া শিখে ওরা মানুষ হওয়ার পথ চিনতে শুরু করেছে। আনন্দ স্কুলে শিশুদের বাংলা, ইংরেজি, গণিতসহ প্রাথমিক পাঠ্য তালিকার যাবতীয় বিষয়ে পাঠদান দেয়া হয়। মধ্যভাগ জুঁই আনন্দ স্কুলের শিক্ষার্থী সুপ্রভা, গীতা, দেবুর সঙ্গে কথা হলে তারা জানায়, স্কুলগুলো তাদের কাছে পরিবারের মতো আনন্দদায়ক নির্ধারিত সময়ের বেশ আগেই ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে ছুটে আসে। তারা প্রতিদিন নাচ, গান, অভিনয়, আবৃত্তি ও ব্যায়ামে অংশ নিচ্ছে। স্কুল পরিদর্শনকালে দেখা যায়, দারিদ্র্য পীড়িত চা বাগান, আদিবাসী ও দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় স্থাপিত এসব স্কুলগুলোতে গড়ে ২৫ থেকে [illegible] জন শিক্ষার্থী রয়েছে। যারা ১ম থেকে ৫ম পর্যন্ত লেখাপড়া করে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে [illegible] সলিনার গানের গলা চমৎকার। 'আঁকতে [illegible] প্রজাপতি/আঁকতে পারি চিল-মেঘের ডানায় [illegible] ছানা/শাপলা ভরা বিলরে/শাপলা ভরা বিল'। চমৎকার [illegible] গেয়ে স্কুল শিক্ষিকা শেখ সেলিনা ছাত্রদের লেখাপড়া শেখানোর এ দৃশ্য চোখে পড়ল উপজেলা বাজার [illegible] স্কুলে। এই স্কুলের সভাপতি গৌরি অধিকারী, অভিভাবক রামু কর জানান, আনন্দময় পরিবেশ, আনন্দময় স্কুলই 'আনন্দ স্কুল'। তাই প্রতিদিনই শিক্ষার্থীদের উপস্থিতিও শতভাগ। উপজেলার একেবারে সীমান্তবর্তী চা বাগান এলাকায় অবস্থিত কুরমা কুরুঞ্জী গাঁং কিনার আনন্দ স্কুলে গিয়ে দেখা গেল, কেউ সুর করে পড়া শিখছে, কেউ অঙ্ক করছে, আর কেউবা কাঠি দিয়ে খেলছে। শিক্ষক অধীর দায়স্থ জানান, তার স্কুল শুরু হয় সকাল ১০টায়, ছুটি হয় দুপুর সাড়ে ১২টায়। আড়াই ঘণ্টা সময়ের মধ্যেই শিক্ষার্থীরা লেখাপড়া ছাড়াও নানা বিনোদনে অংশ নেয়। এই স্কুলে রয়েছে ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণী। উত্তরভাগ কলোনি আনন্দ স্কুলের ছাত্রছাত্রী ৩৫ জন। শিক্ষিকা ফারজানা আক্তার মরিয়ম [illegible]

আনন্দঘন পরিবেশে পাঠদান করা হয় বলে প্রতিদিনই শতভাগ উপস্থিতি। ইএসপি ইমুটের প্রতিনিধি শেখ মো. লতিফুর রহমানের কাছ থেকে জানা গেল প্রতিটি স্কুল পরিচালনার জন্য রয়েছে ১১ সদস্যের একটি কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি বা সিএমসি। সিএমসিতে ৫ জন অভিভাবক ছাড়াও একজন শিক্ষানুরাগী, ইএসপি প্রতিনিধি, নিকটবর্তী প্রাইমারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক, ইউপি মহিলা সদস্য, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার এবং সংশ্লিষ্ট আনন্দ স্কুলের শিক্ষক রয়েছেন। ৫ জন অভিভাবকদের মধ্য থেকে সভাপতি নির্বাচিত করা হয় এবং শিক্ষক সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করেন। উত্তর কানাইদেশী মেঘনা আনন্দ স্কুল সিএমসির সভাপতি আবদুল হক জানান, সিএমসির সদস্যরা মাসিক বৈঠক করে স্কুলের খোঁজখবর নেন, মাঝে মধ্যে অভিভাবক সভা ও মা সমাবেশ করা হয়। এমনকি শিক্ষক-শিক্ষিকার তৎপরতাও পর্যবেক্ষণ করা হয়। ইএসপি মাসাসের নির্বাহী পরিচালক আদিবাসী নেতা প্রদীপ কুমার সিংহ জানান, মাসাসসহ সব ইএসপি এতদঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত ও ঝরেপড়া শিশু-কিশোরদের প্রাথমিক শিক্ষা সেবা নিশ্চিত করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তাই শিক্ষা সেবাদানে ইএসপিদের আন্তরিকতার অভাব নেই। এ প্রসঙ্গে বড়গাছ যুব সমবায় সমিতির সভাপতি ও উপজেলার ইএসপি সমন্বয় কমিটির সভাপতি আলম পারভেজ চৌধুরী (সোহেল) বলেন, চা শ্রমিক, খাসিয়া, গারো, টিপরাসহ [illegible] আদিবাসী [illegible] শিক্ষার দিক থেকে পিছিয়ে পড়া জনপদ কমলগঞ্জে আনন্দ স্কুল চালু একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ [illegible] প্রত্যন্ত দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। আদমপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক খয়রুল ইসলামের মতে, প্রতিবছর প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ঝরেপড়া শিক্ষার্থীদের স্কুলমুখী করতে আনন্দ স্কুল যথেষ্ট অবদান রাখছে এবং [illegible] বাইরে কোন রকম মানসিক চাপ ছাড়াই উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করছে।

উপজেলা শিক্ষা অফিসার অরুণ চন্দ্র শুক্ল বৈদ্য (ভারপ্রাপ্ত) জানান, ২০১৫ সালের মধ্যে সরকারের সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচি শতভাগ বাস্তবায়নে এই উপজেলার সরকারি প্রাইমারি স্কুলের পাশাপাশি রস্ক প্রকল্পের আনন্দ স্কুলও প্রসংশনীয় অবদান রাখছে। রস্ক প্রকল্পের অন্যতম অংশীদার শিক্ষা সেবা প্রদায়ক সংস্থা বা ইএসপি প্রতিনিধি এইচ, তনু বাবু, শফিকুর রহমান, ব্রজ চাঁদ সিনহা বলেন, কমলগঞ্জের ঝরেপড়া, বাদ পড়া সব শিশু-কিশোরদের স্কুলমুখী করে শিক্ষা সেবা দানে তারা সবাই দৃঢ় প্রত্যয়ী। তারা শতভাগ বিশ্বস্ততা, সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে আনন্দ স্কুল পরিচালনার অঙ্গীকার ব্যক্ত করলেন। তারা মনে করেন এ জনপদের কয়েক হাজার কোমলমতি সুবিধাবঞ্চিত ছেলেমেয়েরা সোনালি ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাওয়ার পথ দেখবে আনন্দ স্কুলের আলোয় আলোয়।